ক্রমেই এগিয়ে আসছে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনী মাঠে এখন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেত্রী। ব্যস্ত জাতীয় নেতারা। প্রতিদিন হচ্ছে বিশাল নির্বাচনী জনসভা। নির্বাচনী জনসভায় নেত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলছেন। সন্ত্রাসী প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার করছেন। সেলুকাস!

প্রতিটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছে। প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সংবাদপত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের কথা সবাই বলেছে। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনকেও গুরুত্ব দিয়েছে। ভোটারদের কথা চিন্তা করে দুই প্রধান দল দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের কথা বলেছে। অথচ অতীতে তারা যখন ক্ষমতায় ছিল প্রশাসনকে করেছে দলীয়করণ। সন্ত্রাসীদের দিয়েছে আশ্রয়, বিচার বিভাগের গতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। বিজ্ঞাপন না দিয়ে প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে। রেডিও-টেলিভিশনকে দলীয় প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেছে। সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক পেয়েছে তাদের দলীয় মনোনয়ন।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শুধু প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তাই রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সদিচ্ছা নিয়ে জনগণ সন্দিহান। কারণ অতীতে হয়েছে তারা প্রতারিত।

ধীরে হলেও দেশে গণতন্ত্র সুসংহত হচ্ছে। গণতন্ত্রের অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আন্তরিক থাকা প্রয়োজন। গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ আশা করছে অতীতের মতো তারা আগামীতে প্রতারিত হবে না। ক্ষমতাসীন দল আন্তরিক থাকবে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করতে। বিরোধী দল তাদের সহযোগিতা করবে।